বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল
ইস্তাম্বুল, তুরস্ক

CONSULATE GENERAL OF BANGLADESH
ISTANBUL, TÜRKİYE

BANGLADEŞ BAŞKONSOLOSLUĞU
İSTANBUL, TÜRKİYE

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, ইস্তাম্বুল: ইস্তাম্বুলস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালন করেছে। কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণের মাধ্যমে দিনব্যাপী কর্মসূচির শুরু হয়। এরপর, কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নূরে-আলমের নেতৃত্বে মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ প্রভাতফেরির মাধ্যমে ভাষা শহিদদের স্মরণে কনস্যুলেটে অস্থায়ীভাবে নির্মিত শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

বিকালে ইস্তাম্বুলে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশী বৃন্দের এবং তুরস্কের মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনার শুরুতে ভাষা শহিদ এবং সম্প্রতি তুরস্কের ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহতদের স্মরণে একমিনিট নিরাবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণীসমূহ পাঠ করা হয়। এরপর, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ভাষা আন্দোলন' শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্রটি প্রদর্শন করা হয়। কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নূরে-আলম তার বক্তব্যে মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন উৎসর্গকারী সকল ভাষা শহিদ এবং ভাষা সৈনিকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল সংগ্রাম ও লড়াইয়ে নেতৃত্বপ্রদানকারী স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

কনসাল জেনারেল বলেন, মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন এবং ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য জীবন-উৎসর্গ পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত। একুশে ফেব্রুয়ারি এখন দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক দিবসে পরিণত হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ফলে আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন বৈশ্বিক সম্পদে পরিণত হয়েছে, যা জাতি হিসেবে আমাদেরকে আরো সম্মানিত, গৌরবান্বিত ও মর্যাদাবান করেছে। কনসাল জেনারেল তুরস্কে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে অমর একুশের চেতনা ও প্রেরণাকে ধারণ ও লালন করে ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলায় স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করার আহবান জানান। তিনি বাংলা ভাষা, ইতিহাস, সাহিত্য ও সৃষ্টিশীল কর্ম তার্কিশ ভাষায় অনুবাদ করার মাধ্যমে তুর্কি জনগণের নিকট তুলে ধরার জন্য তুরস্কের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-গবেষক ও শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা কামনা করেন।

উন্মুক্ত আলোচনায় প্রবাসী বাংলাদেশীবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং তুরস্কে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশে তাদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ ব্যক্ত করেন। কনস্যুলেটের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের প্রশংসা করে, উপস্থিত অতিথিবৃন্দ কনস্যুলেটকে সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পুনব্যক্ত করেন। ভাষা শহিদ ও তুরস্কে ভূমিকম্পে নিহতদের আত্মার মাগফিরাত এবং বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও বিশ্বশান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। আলোচনার শেষে একটি মনোজ্ঞ কবিতা পাঠের আয়োজন করা হয়, যেখানে, শহিদ দিবস ও দেশপ্রেমের কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়, যা উপস্থিত দর্শকদেরকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করে।

Gayrettepe Mahallesi, Hossohbet Sok. no 6, Besiktas, Istanbul, Türkiye
Phone: +90 212 2166610-11
Email: istanbulcg.mission@mofa.gov.bd Website: https://istanbul.mofa.gov.bd